তথ্যবিবরণী নম্বর: ৪১৩৯

**বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন অভিযাত্রায় অংশীদারিত্ব জোরদারে আগ্রহী ভারত**

ঢাকা, ১৩ কার্তিক (২৯ অক্টোবর) :

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন অভিযাত্রায় অংশীদারিত্ব জোরদারে অগ্রাধিকারভিত্তিতে কাজ করতে আগ্রহী ভারত। এ লক্ষ্যে অটোমোবাইল, হালকা প্রকৌশল, কৃষি যন্ত্রপাতি এবং অ্যাকটিভ ফার্মাসিউটিক্যালস ইনগ্রেডিয়েন্স (এপিআই) শিল্পখাতে ভারতীয় উদ্যোক্তাদের দীর্ঘ অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে বাংলাদেশের শিল্পায়নের চলমান ধারাকে এগিয়ে নেওয়ার সুযোগ রয়েছে। এসব খাতের উন্নয়নে ভারত প্রতিযোগী নয়, পরিপূরক হিসেবে কাজ করবে। ফলে উভয় দেশই অর্থনৈতিকভাবে লাভবান হবে।

বাংলাদেশে নিযুক্ত ভারতের হাইকমিশনার বিক্রম কুমার দোরাইস্বামী আজ শিল্পমন্ত্রী নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূনের সাথে বৈঠককালে এ আগ্রহের কথা জানান। শিল্প মন্ত্রণালয়ে এ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এ সময় শিল্প মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব বেগম পরাগসহ শিল্প মন্ত্রণালয় এবং ভারতীয় হাইকমিশনের কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

শিল্পমন্ত্রী বলেন, দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য ও ব্যবসা বৃদ্ধির মাধ্যমে উভয় দেশের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক আরও গভীর হতে পারে। বর্তমান সরকার ভারতের সাথে বাণিজ্য পরিধি বাড়াতে আন্তরিকভাবে কাজ করছে। বাণিজ্যের পরিধি বাড়লে রপ্তানি সম্পর্কিত বিদ্যমান সমস্যাগুলো সহজেই সমাধান হবে। বাংলাদেশের উদীয়মান শিল্পখাতগুলোর বিকাশে ভারতের অভিজ্ঞতা কাজে লাগানোর সুযোগ রয়েছে। তিনি বাংলাদেশের অটোমোবাইল, হালকা প্রকৌশল, কৃষি যন্ত্রপাতি ও এপিআই শিল্পখাতের পারস্পরিক অভিজ্ঞতা বিনিময় ও একে অপরের পরিপূরক হিসেবে কাজ করতে ভারতীয় হাই কমিশনারের আগ্রহকে অত্যন্ত ইতিবাচক বলে মন্তব্য করেন। এ লক্ষ্যে তিনি উভয় দেশের বিশেষজ্ঞদের মধ্যে সংলাপ ও মতবিনিময়ের মাধ্যমে সহায়তার ক্ষেত্র চিহ্নিত করার পরামর্শ দেন।

ভারতীয় হাইকমিশনার বাংলাদেশের সাম্প্রতিক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের প্রশংসা করেন। তিনি বলেন, ভারত বাংলাদেশের সাথে বৃহত্তর অর্থনৈতিক অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে কাজ করতে আগ্রহী। বিদেশি পণ্য ভারতের বাজারে প্রবেশের ক্ষেত্রে সে দেশের প্রচলিত আইন অনুযায়ী কিছু অ্যাক্রেডিটেড ল্যাবরেটরির মান সনদ গ্রহণ বাধ্যতামূলক। এ সনদ গ্রহণ করে বাংলাদেশের ফুড ও ননফুড আইটেম সহজেই ভারতের বাজারে রপ্তানি করা যেতে পারে। তিনি এ লক্ষ্যে বিএসটিআই এর সাথে ভারতের সংশ্লিষ্ট মান প্রতিষ্ঠানগুলোর লিংকেজ শক্তিশালী করার পরামর্শ দেন। একই সাথে তিনি বাংলাদেশের অভ্যন্তরে পণ্যের গুণগতমান পরীক্ষণের জন্য মোবাইল টেস্টিং ল্যাবরেটরি সেবা চালুতে ভারত সহায়তা করবে বলে জানান।

বৈঠকে দ্বিপাক্ষিক স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়ে আলোচনা হয়। এ সময় দ্বিপাক্ষিক ব্যবসা-বাণিজ্য জোরদার, ভারতে বাংলাদেশি পণ্যের রপ্তানি বৃদ্ধি, স্থলবন্দর কেন্দ্রিক বাণিজ্য সম্প্রসারণ, রপ্তানির ক্ষেত্রে বিদ্যমান সমস্যার সহজ সমাধান, পণ্যের মান সনদের পারস্পরিক স্বীকৃতিসহ অন্যান্য বিষয় আলোচনায় স্থান পায়।

#

জলিল/ফারহানা/খালিদ/মোশারফ/আব্বাস/২০২০/২১৫৩ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪১৩৮

কোভিড-১৯ পরিস্থিতে ইমাম ও খতিবদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে হবে

পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী (সা.) উপলক্ষে পক্ষকালব্যাপী অনুষ্ঠানমালার উদ্বোধন অনুষ্ঠানে মন্ত্রিপরিষদ সচিব

ঢাকা, ১৩ কার্তিক (২৯ অক্টোবর) :

পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী (সা) ১৪৪২ হিজরি উদ্যাপন উপলক্ষে আজ বায়তুল মুকাররম জাতীয় মসজিদে ইসলামিক ফাউন্ডেশন আয়োজিত পক্ষকালব্যাপী অনুষ্ঠানমালার উদ্বোধন করেন মন্ত্রিপরিষদ সচিব খন্দকার আনোয়ারুল ইসলাম।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে মন্ত্রিপরিষদ সচিব বলেন, কোভিড-১৯ পরিস্থিতে বায়তুল মুকাররম জাতীয় মসজিদের ইমাম ও খতিবদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে হবে। কিভাবে এই ক্ষয়ক্ষতি থেকে নিজেদের রক্ষা করা যায় এ বিষয়ে সচেতনতা তৈরি করতে হবে। তিনি বলেন, বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) বিশ্ববাসীর কাছে ইসলাম ধর্মকে শ্রেষ্ঠ ও পরিপূর্ণ দ্বীন হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে গেছেন। তাঁর শুভাগমনে বিশ্ব সভ্যতা লাভ করেছে শান্তি, শৃঙ্খলা ও কল্যাণের পথ। মহানবী ছিলেন সত্যবাদী, বিনয়ী, অঙ্গীকার পালনকারী ও আমানতরক্ষাকারী। তাঁর এই ব্যবহারিক গুণাবলীগুলো চর্চা করে আমাদেরকে সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে হবে। মহানবীর জীবনী আমাদের অনুসরণ করতে হবে।

অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন ইসলামিক ফাউন্ডেশনের মহাপরিচালক আনিস মাহমুদ। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ইসলামিক ফাউন্ডেশনের বোর্ড অভ্ গভর্নর্স শায়খ আল্লামা খন্দকার গোলাম মাওলা নকশেবন্দী ও আলহাজ মিজবাহুর রহমান চৌধুরী। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব মোঃ নূরুল ইসলাম। এছাড়া অনুষ্ঠানে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের পরিচালকবৃন্দ ও সাধারণ কর্মকর্তা কর্মচারীগণ উপস্থিত ছিলেন।

#

শায়লা/ফারহানা/মোশারফ/জয়নুল/২০২০/২০৫৫ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর: ৪১৩৭

**মাস্ক ব্যবহার সংক্রান্ত সরকারি নির্দেশনা**

ঢাকা, ১৩ কার্তিক (২৯ অক্টোবর) :

কোভিড-১৯ এর বিস্তার রোধকল্পে জনগণকে সচেতন করতে বাড়ির বাইরে সর্বত্র মাস্ক পরিধান করতে সরকার বিভিন্ন নির্দেশনা প্রদান করেছেন। নির্দেশনাসমূহ হলো:

* সরকারি, আধা-সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত ও বেসরকারি অফিসে কর্মরত কর্মকর্তা, কর্মচারী ও সংশ্লিষ্ট অফিসে আগত সেবা গ্রহীতাগণ বাধ্যতামূলকভাবে মাস্ক ব্যবহার করবেন। সংশ্লিষ্ট অফিস কর্তৃপক্ষ বিষয়টি নিশ্চিত করবেন ।
* সরকারি ও বেসরকারি হাসপাতাল-সহ সকল স্বাস্থ্য সেবা কেন্দ্রে আগত সেবা গ্রহীতাগণ আবশ্যিকভাবে মাস্ক ব্যবহার করবেন। সংশ্লিষ্ট হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ বিষয়টি নিশ্চিত করবেন।
* শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, মসজিদ, মন্দির ও গির্জা-সহ সকল ধর্মীয় উপাসনালয়ে মাস্ক ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। স্থানীয় প্রশাসন ও সংশ্লিষ্ট পরিচালনা কমিটি বিষয়টি নিশ্চিত করবেন।
* শপিংমল, বিপণিবিতান ও দোকানের ক্রেতা-বিক্রেতাগণ আবশ্যিকভাবে মাস্ক ব্যবহার করবেন। স্থানীয় কর্তৃপক্ষ ও মার্কেট ব্যবস্থাপনা কমিটি বিষয়টি নিশ্চিত করবেন।
* হাট-বাজারে ক্রেতা-বিক্রেতাগণ মাস্ক ব্যবহার করবেন। মাস্ক পরিধান ব্যতীত ক্রেতা-বিক্রেতাগণ কোনো পণ্য ক্রয়-বিক্রয় করবেন না। স্থানীয় প্রশাসন ও হাট-বাজার কমিটি বিষয়টি নিশ্চিত করবেন।
* গণপরিবহনের (সড়ক, নৌ, রেল, আকাশপথ) চালক, চালকের সহকারী ও যাত্রীদের মাস্ক ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। গণপরিবহনে আরোহণের পূর্বে যাত্রীদের মাস্ক ব্যবহার করতে হবে। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী ও মালিক সমিতি বিষয়টি নিশ্চিত করবেন।
* গার্মেন্টস ফ্যাক্টরি-সহ সকল শিল্প কারখানায় কর্মরত শ্রমিকদের মাস্ক ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ ও মালিকগণ বিষয়টি নিশ্চিত করবেন।
* হকার, রিক্সা ও ভ্যানচালক-সহ সকল পথচারীর মাস্ক ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। বিষয়টি আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী নিশ্চিত করবেন।
* হোটেল ও রেস্টুরেন্টে কর্মরত ব্যক্তি এবং জনসমাবেশ চলাকালীন আবশ্যিকভাবে মাস্ক পরিধান করবেন। বিষয়টি স্থানীয় প্রশাসন ও সংশ্লিষ্ট মালিক সমিতি নিশ্চিত করবেন।
* সকল প্রকার সামাজিক অনুষ্ঠানে আগত ব্যক্তিদের মাস্ক পরিধান নিশ্চিত করতে হবে। বিষয়টি সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান প্রধান নিশ্চিত করবেন।
* বাড়িতে করোনা উপসর্গ-সহ কোনো রোগী থাকলে পরিবারের সুস্থ সদস্যগণ মাস্ক ব্যবহার করবেন।

#

ওসমানী/ফারহানা/মোশারফ/আব্বাস/২০২০/২০২৩ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪১৩৬

রাষ্ট্রপতির সাথে ইন্দোনেশিয়া ও নেপালে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূতদ্বয়ের সাক্ষাৎ

ঢাকা, ১৩ কার্তিক (২৯ অক্টোবর) :

রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদের সাথে আজ বঙ্গভবনে ইন্দোনেশিয়ায় বাংলাদেশের নবনিযুক্ত রাষ্ট্রদূত এয়ার ভাইস মার্শাল মোহাম্মদ মোস্তাফিজুর রহমান ও নেপালে নবনিযুক্ত রাষ্ট্রদূত সালাহউদ্দীন নোমান চৌধুরী সাক্ষাৎ করেন।

সাক্ষাৎকালে রাষ্ট্রপতি বলেন, ইন্দোনেশিয়া ও নেপালের সাথে বাংলাদেশের সম্পর্ক অত্যন্ত চমৎকার। বাংলাদেশের সাথে ইন্দোনেশিয়া ও নেপালের ব্যবসা-বাণিজ্য ও বিনিয়োগ বৃদ্ধির যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে। রাষ্ট্রপতি এ সম্ভাবনাকে কাজে লাগাতে এবং দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক উন্নয়নে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণে নবনিযুক্ত রাষ্ট্রদূতগণকে নির্দেশনা প্রদান করেন। রাষ্ট্রপতি নবনিযুক্ত রাষ্ট্রদূতদের দায়িত্ব পালনে সার্বিক সফলতা কামনা করেন।

ইন্দোনেশিয়া ও নেপালে নবনিযুক্ত রাষ্ট্রদূতগণ দায়িত্ব পালনে রাষ্ট্রপতির দিকনির্দেশনা ও সার্বিক সহযোগিতা কামনা করেন।

রাষ্ট্রপতির কার্যালয়ের সচিব সম্পদ বড়ুয়া, সামরিক সচিব মেজর জেনারেল এস এম শামিম উজ জামান, রাষ্ট্রপতির প্রেস সচিব মোঃ জয়নাল আবেদীন, সচিব (সংযুক্ত) মোঃ ওয়াহিদুল ইসলাম খান এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

#

ইমরানুল/ফারহানা/মোশারফ/জয়নুল/২০২০/২০২০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪১৩৫

রাষ্ট্রপতির সাথে বাংলাদেশে নিযুক্ত মালদ্বীপের হাইকমিশনারের সাক্ষাৎ

ঢাকা, ১৩ কার্তিক (২৯ অক্টোবর) :

রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদের সাথে আজ বঙ্গভবনে বাংলাদেশে নিযুক্ত মালদ্বীপের হাইকমিশনার অরংযধঃয ঝযধধহ ঝযধশরৎ বিদায়ি সাক্ষাৎ করেন।

রাষ্ট্রপতি বলেন, বাংলাদেশ মালদ্বীপের সাথে সম্পর্ককে যথেষ্ট গুরুত্ব দেয়। তিনি বলেন, বাংলাদেশ এবং মালদ্বীপ আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক ফোরামে বিভিন্ন ইস্যুতে অভিন্ন মনোভাব পোষণ করে এবং একে অপরকে সমর্থন ও সহযোগিতা করে থাকে। জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারণে বাংলাদেশ এবং মালদ্বীপের অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থানের কথা উল্লেখ করে রাষ্ট্রপতি এ ইস্যুতে সমন্বিতভাবে আরো জোরালো ভূমিকা রাখার আহ্বান জানান।

রাষ্ট্রপতি বলেন, মালদ্বীপে প্রায় এক লাখ বাংলাদেশি কর্মরত আছে। তারা উভয় দেশের আর্থসামাজিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। রাষ্ট্রপতি দু'দেশের পর্যটন খাতের বিকাশে পারস্পরিক সহযোগিতা বৃদ্ধির উপর গুরুত্বারোপ করেন।

রাষ্ট্রপতি সফলভাবে দায়িত্ব পালনের জন্য মালদ্বীপের বিদায়ি হাইকমিশনারকে ধন্যবাদ জানান।

মালদ্বীপের বিদায়ি হাইকমিশনার বাংলাদেশে দায়িত্ব পালনকালে সার্বিক সহযোগিতার জন্য রাষ্ট্রপতির প্রতি কৃতজ্ঞতা জানান। করোনা মোকাবিলায় বাংলাদেশ থেকে খাদ্য, ওষুধ ও স্বাস্থ্য সুরক্ষা সামগ্রী প্রদানের জন্য তিনি মালদ্বীপ সরকারের পক্ষ থেকে বাংলাদেশের জনগণ ও সরকারকে ধন্যবাদ জানান।

রাষ্ট্রপতির কার্যালয়ের সচিব সম্পদ বড়ুয়া, সামরিক সচিব মেজর জেনারেল এস এম শামীম উজ জামান, রাষ্ট্রপতির প্রেস সচিব মোঃ জয়নাল আবেদীন এবং রাষ্ট্রপতির কার্যালয়ের সচিব (সংযুক্ত) মোঃ ওয়াহিদুল ইসলাম খান এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

#

ইমরানুল/ফারহানা/মোশারফ/জয়নুল/২০২০/১৯৪০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩১৩৪

স্থানীয় সরকার মন্ত্রীর সাথে ভারতীয় হাইকমিশনারের সাক্ষাৎ

ঢাকা, ১৩ কার্তিক (২৯ অক্টোবর) :

স্থানীয় সরকার মন্ত্রী মোঃ তাজুল ইসলামের সাথে আজ মন্ত্রণালয়ে তাঁর অফিস কক্ষে নবনিয়োগ প্রাপ্ত ভারতীয় হাইকমিশনার বিক্রম কুমার দোরাইস্বামী সাক্ষাৎ করেন। সাক্ষাৎকালে তাঁরা উভয় দেশের পারস্পরিক স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন।

এ সময় স্থানীয় সরকার মন্ত্রী ১৯৭১ সালে মহান মুক্তিযুদ্ধে ভারতীয় সরকার ও জনগণের সমর্থন শ্রদ্ধার সাথে স্মরন করেন। তিনি বলেন, বাংলাদেশের সাথে ভারতের সম্পর্কের ভিত্তি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান রচনা করে গেছেন যার ধারাবাহিকতা তাঁর কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বজায় রেখেছেন। অতীতের যে কোনো সময়ের চেয়ে ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্ক এখন অনন্য উচ্চতায় পৌঁছেছে বলেও জানান মোঃ তাজুল ইসলাম।

দুই দেশের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের ফলেই সীমান্ত এবং সমুদ্র সমস্যা-সহ আরো অনেক সমস্যা সমাধান হয়েছে। ভবিষ্যতেও দুই দেশ একত্রে কাজ করবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন মন্ত্রী।

বাংলাদেশকে অসাম্প্রদায়িক ও ধর্মনিরপেক্ষ দেশ আখ্যায়িত করে মন্ত্রী বলেন, এদেশে বহু ধর্মের মানুষ বসবাস করছেন। সকল ধর্মের মানুষ পূর্ণ নাগরিক অধিকার, সব ধরনের সামাজিক সুযোগ-সুবিধা এবং নিরাপত্তা নিয়ে বসবাস করছেন।

বাংলাদেশের চলমান উন্নয়ন, নারী শিক্ষা এবং অর্থনীতিতে নারীর অন্তর্ভুক্তির প্রশংসা করে ভারতের হাইকমিশনার দেশের সকল উন্নয়নের অংশীদার হয়ে পাশে থাকার প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করেন।

এ সময় ভারতীয় হাইকমিশনার বাংলাদেশের নগর উন্নয়ন, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, সমবাযয় এবং ডেইরি ইন্ডাস্ট্রি-সহ অন্যান্য ক্ষেত্রে একসাথে কাজ করার জন্য দেশটির পক্ষে আগ্রহ প্রকাশ করেন। স্থানীয় সরকার মন্ত্রী ভারতীয় হাই কমিশনারকে এদেশে দায়িত্ব পালনকালে সর্বাত্মক সহযোগিতার আশ্বাস প্রদান করেন।

#

হায়দার/ফারহানা/রফিকুল/জয়নুল/২০২০/১৯৩০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                         নম্বর : ৪১৩৩

**কোভিড**-**১৯** (**করোনা ভাইরাস**) **সংক্রান্ত সর্বশেষ প্রতিবেদন**

ঢাকা, ১৩ কার্তিক (২৯ অক্টোবর) :

          স্বাস্থ্য অধিদপ্তর এবং রোগতত্ত্ব, রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান (আইইডিসিআর)-এর তথ্যানুযায়ী গত ২৪ ঘণ্টায় দেশে ১৪ হাজার ২৬৮ জনের নমুনা পরীক্ষা করে ১ হাজার ৬৮১ জনের শরীরে করোনা সংক্রমণ পাওয়া গেছে। এ নিয়ে বাংলাদেশে এখন পর্যন্ত কোভিড-১৯ আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা ৪ লাখ ৪ হাজার ৭৬০ জন।

          গত ২৪ ঘণ্টায় ২৫ জন-সহ এ পর্যন্ত ৫ হাজার ৮৮৬ জন এ রোগে মৃত্যুবরণ করেছেন।

          করোনা ভাইরাস আক্রান্তদের মধ্যে এখন পর্যন্ত সুস্থ হয়েছেন ৩ লাখ ২১ হাজার ২৮১ জন।

#

হাবিবুর/সাহেলা/রফিকুল/জয়নুল/২০২০/১৭১৫ঘণ্টা

তথ্যববিরণী নম্বর: ৪১৩২

**জাতি বিনির্মাণে মানুষের মনন তৈরিতে গণমাধ্যম অনন্য**

**---তথ্যমন্ত্রী**

ঢাকা, ১৩ র্কাতকি (২৯ অক্টোবর) :

তথ্যমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ড. হাছান মাহ্‌মুদ বলেছেন, বাংলাদেশের মানুষের স্বাধিকার আদায়ের আন্দোলন ও স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্য মানুষের মনন তৈরিতে গণমাধ্যম, গণমাধ্যমের সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ও সাংবাদিকবৃন্দের ভূমিকা যতদিন বাংলাদেশ থাকবে ততদিন ইতিহাসের পাতায় স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে।

আজ রাজধানীর মিন্টু রোডে সরকারি বাসভবন থেকে ভিডিওকনফারেন্সে ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটি-ডিআরইউ’র রজতজয়ন্তী উপলক্ষে ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশনে আয়োজিত তিন দিনব্যাপী স্মারক বক্তৃতামালার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় তিনি একথা বলেন।

তথ্যমন্ত্রী বলেন, ‘প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা এবং তাঁর নেতৃত্বাধীন সরকার মনে করে, নতুন প্রজন্মের মনন গঠনেও গণমাধ্যমের সুষ্ঠু বিকাশ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং সরকারের পথ চলা, সুষ্ঠুভাবে কাজের ক্ষেত্রেও গণমাধ্যমের সমালোচনা সহায়ক ভূমিকা রাখে। সেকারণে আমরা সমালোচনাকে সমাদৃত করা এবং সমালোচকদেরকে পুরস্কৃত করার সংস্কৃতিটাও লালন করি। গণমাধ্যমের কাছে আমার নিবেদন, খারাপ কাজের সমালোচনার পাশাপাশি ভালো কাজের প্রশংসাও প্রয়োজন, তাতে ভালো কাজ উৎসাহিত হয়।’

প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে দেশে গত প্রায় বার বছরে গণমাধ্যমের বিস্ময়কর প্রসার এবং চলতি করোনাকালে সাংবাদিকদের জন্য প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ তহবিলের মাধ্যমে সহায়তা বিশ্বে অনন্য নজির স্থাপন করেছে, উল্লেখ করেন ড. হাছান মাহমুদ। তিনি বলেন, গণমাধ্যমে পুঁজি বিনিয়োগ ভালো এবং একইসাথে লক্ষ্য রাখতে হবে, গণমাধ্যম যেন পুঁজির স্বার্থে ব্যবহৃত না হয়।

মূল ধারার গণমাধ্যম পত্র-পত্রিকা, বেতার ও টেলিভিশন যাতে সুষ্ঠুভাবে বিকশিত হয় সেজন্য প্রধানমন্ত্রী আমাকে মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব দেওয়ার পর থেকে তথ্য মন্ত্রণালয় নিরলস কাজ করে যাচ্ছে উল্লেখ করে ড. হাছান বলেন, যে সমস্ত পত্রিকা হঠাৎ হঠাৎ বের হয়, নিয়মিত বের হয় না সেগুলো আসলে গণমাধ্যমের সুষ্ঠু বিকাশে কতটুকু সহায়ক সেটি নিয়ে অনেকেরই প্রশ্ন আছে। এবং পত্রিকার প্রচার সংখ্যাও যাতে বাস্তবনির্ভর হয়, এ নিয়েও কাজ চলছে। এসকল ক্ষেত্রে একটি শৃঙ্খলা প্রয়োজন।

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে যে বিজ্ঞাপন চলে যাচ্ছে এবং যেটির কোনো আয়কর সরকার পাচ্ছিল না, সম্প্রতি সেখানে ভ্যাট যুক্ত করাসহ এ খাতে শৃঙ্খলা আনতে তথ্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ ব্যাংক, অর্থ মন্ত্রণালয়, ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয়, তথ্য যোগাযোগ ও প্রযুক্তি বিভাগ সম্মিলিতভাবে কাজ করছে, জানান মন্ত্রী। তিনি বলেন, বহুদিন ধরে যা সম্ভব হয়নি, বাংলাদেশের পণ্যের বিজ্ঞাপন বিদেশি চ্যানেলের মাধ্যমে দেখানো আমরা এখন পুরোপুরিভাবে বন্ধ করতে সক্ষম হয়েছি। এছাড়াও যা কয়েক দশকে সম্ভবপর হয়নি, সেই বাংলাদেশ টেলিভিশন গত বছরের সেপ্টেম্বর থেকে সমগ্র ভারতে ফ্রি ডিশের মাধ্যমে প্রদর্শিত হচ্ছে।

তথ্যমন্ত্রী এ সময় ডিআরইউকে রিপোর্টারদের স্বার্থ সংরক্ষণ ও গণমাধ্যম পেশাজীবীদের একটি বলিষ্ঠ সংগঠন হিসেবে অভিহিত করে ২৫ বছর পূর্তি উপলক্ষে তাদের অভিনন্দন জানান এবং এ উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানমালার প্রশংসা করেন।

ডিআরইউ’র সাবেক সভাপতি শাহজাহান সরদারের সভাপতিত্বে বিশেষ অতিথি হিসেবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য এবং বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থা পরিচালনা পর্ষদের নবনিযুক্ত চেয়ারম্যান আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক, প্রধানমন্ত্রীর সাবেক তথ্য উপদেষ্টা ইকবাল সোবহান চৌধুরী, ফিন্যানসিয়াল হেরাল্ডের সম্পাদক রিয়াজ উদ্দিন আহমেদ, জাতীয় প্রেসক্লাবের সভাপতি সাইফুল আলম, জাতীয় প্রেসক্লাবের সাবেক সভাপতি শওকত মাহমুদ অনুষ্ঠানে যোগ দেন। ‘বাংলাদেশে সাংবাদিকতার সংকট ও সম্ভাবনা : বর্তমান প্রেক্ষিত’ বিষয়ে বাংলাদেশ ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়নের সাবেক সভাপতি মনজুরুল আহসান বুলবুল উপস্থাপিত স্মারক বক্তৃতার ওপর আলোচনায় অংশ নেন সাংবাদিক ড. আব্দুল হাই সিদ্দিক, ডিআরইউ’র সভাপতি রফিকুল ইসলাম আজাদ, সহ-সভাপতি নজরুল কবীর, সাধারণ সম্পাদক রিয়াজ চৌধুরী প্রমুখ।

#

আকরাম/ফারহানা/মোশারফ/আব্বাস/২০২০/১৯৩২ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪১৩১

পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সাথে ভুটানের নবনিযুক্ত রাষ্ট্রদূতের সাক্ষাৎ

ঢাকা, ১৩ কার্তিক (২৯ অক্টোবর) :

ভুটানের নবনিযুক্ত রাষ্ট্রদূত রিনচেন কুয়েন্টসিল (Rinchen Kuentsyl) গতকাল ঢাকায় রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন পদ্মায় পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ. কে. আব্দুল মোমেনের সাথে সাক্ষাৎ করেন।

এ সময় পররাষ্ট্রমন্ত্রী বাংলাদেশ ও ভুটানের মাঝে বাণিজ্য বৃদ্ধি-সহ অর্থনৈতিক সহযোগিতা বৃদ্ধির ওপর গুরুত্বারোপ করেন। ভুটানের সাথে বাংলাদেশের শীঘ্রই অগ্রাধিকারমূলক বাণিজ্য চুক্তি স্বাক্ষর হবে বলে উভয় পক্ষ আশাবাদ ব্যক্ত করেন। এটা হবে বাংলাদেশের সাথে কোনো দেশের প্রথম অগ্রাধিকারমূলক বাণিজ্য চুক্তি।

দু’দেশের মধ্যে সড়ক যোগাযোগ চালুর বিষয়ে পররাষ্ট্রমন্ত্রী আশাবাদ ব্যক্ত করেন। বাংলাদেশের তথ্য প্রযুক্তিতিতে দক্ষ ব্যক্তিরা ভুটানকে সহযোগিতা করতে পারবে বলে তিনি উল্লেখ করেন। করোনা মোকাবিলায় উভয় দেশ একসাথে কাজ করবে বলেও আশাবাদ ব্যক্ত করেন ড. মোমেন।

এ সময় ড. মোমেন বাংলাদেশকে প্রথম স্বীকৃতি প্রদানের জন্য ভুটানের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। ভুটান কর্তৃক বাংলাদেশকে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি প্রদানের ৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষে দু’দেশের যৌথ অনুষ্ঠানের আয়োজনের বিষয়কেও পররাষ্ট্রমন্ত্রী স্বাগত জানান।

#

তৌহিদুল/ফারহানা/রফিকুল/জয়নুল/২০২০/১৮৪০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪১৩০

নারী বীর মুক্তিযোদ্ধা (বীরাঙ্গনা) গেজেটভুক্তির জন্য

আবেদন ও তথ্য চেয়েছে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

ঢাকা, ১৩ কার্তিক (২৯ অক্টোবর) :

মহান স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় পাকিস্তান হানাদার বাহিনী ও তাদের এদেশীয় দোসর রাজাকার, আলবদর, আলশামস-সহ অন্যান্য সহযোগী কর্তৃক শারীরিক ও মানসিকভাবে নির্যাতিত নারী বীর মুক্তিযোদ্ধাদের (বীরাঙ্গনা) গেজেটভুক্তির লক্ষ্যে আবেদন আহ্বান করেছে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়।

এ লক্ষ্যে স্ব স্ব উপজেলা নির্বাহী অফিসারের নিকট আবেদন জমা দিতে বলা হয়েছে। আবেদনের সাথে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র (এনআইডি/যুদ্ধকালীন কমান্ডারের প্রতিবেদন/স্থানীয় মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতিবেদন, যদি থাকে) জমা দিতে বলা হয়েছে। উপজেলা নির্বাহী অফিসারগণ উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা যাচাই বাছাই কমিটির মতামত-সহ তা সরাসরি মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করবেন।

এছাড়া অন্য কোন ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান, গবেষক, নারী সংগঠন, এনজিও’র নিকট নারী বীর মুক্তিযোদ্ধা (বীরাঙ্গনা) সম্পর্কে তথ্য থাকলে তা মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে প্রদান করে গেজেটভুক্তির কাজে সহযোগিতা করার জন্য অনুরোধ করা হয়েছে ।

#

মারূফ/ফারহানা/রফিকুল/জয়নুল/২০২০/১৮৩০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪১২৯

প্রাইজবন্ডের ১০১তম ড্র আগামী ১ নভেম্বর

ঢাকা, ১৩ কার্তিক (২৯ অক্টোবর) :

১০০ টাকা মূল্যমানের বাংলাদেশ প্রাইজবন্ডের ১০১তম ‘ড্র’ আগামী ১ নভেম্বর ঢাকায় সিঙ্গেল কমন ‘ড্র’ পদ্ধতিতে অনুষ্ঠিত হবে।

প্রাইজবন্ডের প্রতি সিরিজে প্রতি ‘ড্র’তে ৬,০০,০০০/- (ছয় লাখ) টাকার একটি, ৩, ২৫,০০০/- (তিন লাখ পচিঁশ হাজার) টাকার একটি, ১,০০,০০০/- (এক লাখ) টাকার ২টি, ৫০,০০০/- (পঞ্চাশ হাজার) টাকার ২টি এবং ১০,০০০/- (দশ হাজার) টাকার ৪০টি-সহ মোট ৪৬টি পুরস্কার রয়েছে।

‘ড্র’ এর ফলাফল আগামী ২ নভেম্বর জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশ করা হবে।

আজ জাতীয় সঞ্চয় অধিদপ্তরের এক প্রেস বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

#

রাজিয়া/ফারহানা/রফিকুল/জয়নুল/২০২০/১৮০০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪১২৮

১ নভেম্বর দেশব্যাপী বঙ্গবন্ধু জাতীয় যুব দিবস উদ্যাপিত হবে

-- য্বু ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী

ঢাকা, ১৩ কার্তিক (২৯ অক্টোবর) :

য্বু ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী মোঃ জাহিদ আহসান রাসেল বলেছেন, দেশব্যাপী বিভিন্ন কর্মসূচির মধ্য দিয়ে আগামী ১ নভেম্বর বঙ্গবন্ধু জাতীয় যুব দিবস ২০২০ উদযাপিত হবে। কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে এবারের যুব দিবসের সকল কর্মসূচি স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণ পূর্বক সীমিত পরিসরে আয়োজনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ার লক্ষ্যে যুবসমাজের সৃজনশীলতা,আত্মপ্রত্যয় ও তাদের কর্মস্পৃহার প্রতি আস্থা রেখে মুজিববর্ষের এ বছর জাতীয় যুবদিবসের প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করা হয়েছে : ‘মুজিববর্ষের আহ্বান, যুব কর্মসংস্থান’।

আজ বঙ্গবন্ধু জাতীয় যুব দিবস ২০২০ উদ্যাপন উপলক্ষে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে প্রতিমন্ত্রী এসব কথা বলেন।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, দেশের জনসংখ্যার এক তৃতীয়াংশ যুব সমাজের কল্যাণে বাস্তবমুখী কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়নে প্রধানমন্ত্রী সরকারের অঙ্গীকার রয়েছে। স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের শততম জন্মবার্ষিকীর এ মাহেন্দ্রক্ষণে এবারের যুব দিবসের নামকরণ করা হয়েছে ‘বঙ্গবন্ধু জাতীয় যুব দিবস ২০২০’। তাই যুব সমাজের সার্বিক কল্যাণ নিশ্চিতকল্পে বেকার যুবদের উদ্বুদ্ধকরণ, প্রশিক্ষণ প্রদান ও প্রশিক্ষণোত্তর আত্মকর্মসংস্থান প্রকল্প গ্রহণের মাধ্যমে স্বাবলম্বী করে তোলা, যুব ঋণ প্রদান, দারিদ্র্য বিমোচন ইত্যাদি কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে।

সংবাদ সম্মেলনে যুব ও ক্রীড়া সচিব মোঃ আখতার হোসেন, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের মহাপরিচালক আখতারুজ জামান খান কবির ও যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

#

আরিফ/ফারহানা/রফিকুল/জয়নুল/২০২০/১৭৫৫ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪১২৭

সুনীল অর্থনীতি বাস্তবায়নে ব্যাপক কার্যক্রম শুরু করেছে সরকার

-- মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রী

ঢাকা, ১৩ কার্তিক (২৯ অক্টোবর) :

সুনীল অর্থনীতি বাস্তবায়নে সরকার ব্যাপক কার্যক্রম শুরু করেছে বলে জানিয়েছেন মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রী শ ম রেজাউল করিম।

আজ রাজধানীর একটি হোটেলে বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএফআরআই) আয়োজিত ‘সুনীল অর্থনীতিতে সিউডের সম্ভাবনাঃ গবেষণা অগ্রগতি ও বাণিজ্যিকীকরণ’ শীর্ষক সেমিনারে প্রধান অতিথির বক্তব্যে মন্ত্রী এ কথা জানান।

মন্ত্রী বলেন, গভীর সমুদ্রের নিচে মূল্যবান মৎস্য সম্পদ রয়েছে। এ লক্ষ্যে বিভিন্ন পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। অপার সম্ভাবনার বাংলাদেশে সিউড-সহ সকল সমুদ্র সম্পদ বিকশিত করার জন্য যা যা পদক্ষেপ নেয়া দরকার সেটা সরকার নেবে। তিনি আরো বলেন, করোনাকালে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ খাত বিকশিত হয়েছে। ইলিশ আহরণে বিশ্বকে তাক লাগিয়ে দিয়েছে বাংলাদেশ। অনেক বিলুপ্তপ্রায় দেশীয় প্রজাতির মাছ ফিরিয়ে আনা হয়েছে। দেশীয় ও বিদেশ থেকে আসা বেকারদের উদ্যোক্তা হিসেবে তৈরি করা হবে।

বিএফআরআই-এর মহাপরিচালক ড. ইয়াহিয়া মাহমুদের সভাপতিত্বে সেমিনারে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সচিব রওনক মাহমুদ ও সম্মানীয় অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মৎস্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক কাজী শামস্ আফরোজ। এ সময় মন্ত্রণালয় ও বিএফআরআই-এর ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা, বিজ্ঞানী, সম্প্রসারণকর্মী, সরকারি-বেসরকারি সংস্থার প্রতিনিধি, বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, মৎস্য খাতের উদ্যোক্তা ও মৎস্য চাষিগণ সেমিনারে উপস্থিত ছিলেন।

#

ইফতেখার/ফারহানা/রফিকুল/জয়নুল/২০২০/১৭৫০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪১২৬

**১৪ নভেম্বর পর্যন্ত প্রাথমিক বিদ্যালয় ও কিন্ডারগার্টেনের ছুটি বৃদ্ধি**

ঢাকা ১৩ কার্তিক (২৯ অক্টোবর):

করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ থেকে শিক্ষার্থীদের সুরক্ষার জন্য আগামী ১৪ নভেম্বর পর্যন্ত সকল ধরনের সরকারি, বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ও কিন্ডারগার্টেন ছুটি থাকবে। এ সময়ে করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ থেকে সুরক্ষার লক্ষ্যে শিক্ষার্থীদেরকে নিজ নিজ বাসস্থানে অবস্থান করার আহ্বান জানিয়েছেন প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়।

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এক বিজ্ঞতিতে আরো জানানো হয় প্রধান কার্যালয়, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় এবং স্বাস্থ্যসেবা বিভাগ হতে সময়ে সময়ে জারীকৃত নির্দেশনা ও অনুশাসনসমূহ শিক্ষার্থীদের মেনে চলতে হবে। শিক্ষার্থীদের বাসস্থানে অবস্থানের বিষয়টি অভিভাবকবৃন্দ নিশ্চিত করবেন এবং স্থানীয় প্রশাসন তা নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষন করবে। সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকগণকে নিজ শিক্ষার্থীরা যেন বাসস্থানে অবস্থানকরে পাঠ্যবই অধ্যয়ন করে তা অভিভাবকদের মাধ্যমে নিশ্চিত করতে নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।

#

রবীন্দ্র/অনসূয়া/পরীক্ষিৎ/কামাল/জসীম/মাসুম/২০২০/১৫৪৪ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪১২৫

**বঙ্গবন্ধুই দেশের সকল উন্নয়ন ভাবনার ভিত্তি রচনা করেছেন**

- **এলজিআরডি মন্ত্রী**

ঢাকা, ১৩ কার্তিক (২৯ অক্টোবর) :

দেশের মানুষের খাদ্য-পুষ্টি, স্বাস্থ্য এবং শিক্ষাসহ সকল ক্ষেত্রে উন্নয়নের ভাবনার ভিত্তি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান রচনা করে গেছেন বলে জানিয়েছেন স্থানীয় সরকার মন্ত্রী মোঃ তাজুল ইসলাম।

মন্ত্রী আজ রাজধানীর তেজগাঁও এ বাংলাদেশ দুগ্ধ উৎপাদনকারী সমবায় ইউনিয়ন লিঃ মিল্ক ইউনিয়ন এর ৪০তম বার্ষিক সাধারণ সভা-২০২০ এ প্রধান অতিথির বক্তব্যে এ কথা জানান।

স্থানীয় সরকার মন্ত্রী বলেন, 'ক্ষুধা-দারিদ্র্যমুক্ত, সুখী-সমৃদ্ধ ও উন্নত বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে আমরা যে কাজ করছি বা পরিকল্পনা তৈরি করছি, বহুমুখী চিন্তা চেতনার অধিকারী বঙ্গবন্ধুই এসবের ভিত্তিস্থাপন করেছেন। বঙ্গবন্ধুর রেখে যাওয়া দর্শনকে বুকে ধারণ করে আমরা যদি আমাদের স্ব স্ব দায়িত্ব সততা এবং নিষ্ঠার সাথে পালন করি তাহলে দেশ অবশ্যই সঠিক লক্ষ্যে পৌঁছাবে'।

মিল্ক ভিটা বঙ্গবন্ধুর একটি দর্শন উল্লেখ করে তিনি জানান, দেশে দুগ্ধ উৎপাদন বিচ্ছিন্নভাবে হচ্ছে। এটিকে একটি প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিতে হবে যাতে করে উৎপাদন, বিতরণ এবং ভোক্তা পর্যায়ে এর সুফল সঠিকভাবে পৌঁছে দেয়া যায়।

মন্ত্রী বলেন, যারা দুর্নীতি করে বিত্তশালী হন, নিজেদের ঐশ্বর্য গড়েন সামাজিকভাবে তাদেরকে ঘৃণা ভরে প্রত্যাখ্যান করা উচিত। আমাদের ছেলে-মেয়েরা যারা দেশের ভবিষ্যৎ কান্ডারি হবে, তারা একটি অপরাধপ্রবণ সমাজ ব্যবস্থায় গড়ে উঠুক এটি কারো কাম্য নয়।

মিল্ক ইউনিয়নের চেয়ারম্যান শেখ নাদির হোসেন লিপুর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে সমবায় অধিদপ্তরের নিবন্ধক ও মহাপরিচালক মোঃ আমিনুল ইসলাম এসময় উপস্থিত ছিলেন।

#

হায়দার/অনসূয়া/জসীম/কুতুব/২০২০/১৬৩০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর: ৪১২৪

**১৪ নভেম্বর পর্যন্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছুটি বৃদ্ধি**

ঢাকা, ১৩ কার্তিক (২৯ অক্টোবর) :

১৪ নভেম্বর পর্যন্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছুটি বৃদ্ধি করা হয়েছে। আজ শিক্ষা মন্ত্রী ডা. দীপু মনি এক ভার্চুয়াল সংবাদ সম্মেলনে এ তথ্য জানান। এসময় শিক্ষা উপমন্ত্রী মহিবুল হাসান চৌধুরী, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগের সচিব   
মো. মাহবুব হোসেন এবং কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগের সচিব মো আমিনুল ইসলাম খান যুক্ত ছিলেন।

মন্ত্রী বলেন, ২০২১ সালের এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষার্থীদের কথা চিন্তা করে তাদের জন্য সীমিত পরিসরে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খুলে দেয়া যায় কি না চিন্তা করছে সরকার। এছাড়া, অন্যান্য শিক্ষার্থীদের জন্য খুব কম সময়ের জন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খোলার চিন্তা আছে। তবে সব কিছু নির্ভর করছে কোভিড -১৯ পরিস্থিতির ওপর। কারণ আবার করোনা আক্রান্তের সংখ্যা বাড়ার সম্ভাবনা রয়েছে বিধায় এসব বিবেচনা করে সিদ্ধান্ত নেয়া হবে।

মন্ত্রী বলেন, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে চলমান চতুর্থ বর্ষে যারা ইতোমধ্যে পাঁচটি পরীক্ষা দিয়েছেন বাকি পরীক্ষাগুলোতেও তাদের অংশগ্রহণ করতে হবে। কারণ তারা পরীক্ষা শেষে চাকরিতে প্রবেশ করবেন। সেটি মাথায় রেখে শীঘ্রই পরীক্ষা কিভাবে নেয়া হবে তা জানানো হবে।

টিউশন ফি বিষয়ে মন্ত্রী বলেন, যেসকল অভিভাবক করোনায় আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত তাদের বিষয়ে মানবিক আচরণ করতে হবে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকায় অপ্রয়োজনীয় কোন ফি নেয়া থেকে বিরত থাকতে স্কুল কতৃর্পক্ষকে তিনি আহ্বান জানান। এসময় স্কুল ফি এর বিষয়ে একটি নির্দেশনা দেওয়া হবে বলেও তিনি উল্লেখ করেন।

#

খায়ের/অনসূয়া/কামাল/শামীম/২০২০/১৫৪৬ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪১২৩

**অর্থনৈতিক উন্নয়নের পাশাপাশি দেশীয় ঐতিহ্যকে ধরে রাখার আহবান শিল্পমন্ত্রীর**

ঢাকা, ১৩ কার্তিক (২৯ অক্টোবর) :

অর্থনৈতিক উন্নয়নের পাশাপাশি দেশীয় ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিকে ধরে রাখার আহ্বান জানিয়েছেন শিল্পমন্ত্রী নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূন। তিনি বলেন, দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে যে সমৃদ্ধ ও বৈচিত্র্যময় তাঁত, বস্ত্র ও কারুশিল্প বিকশিত হয়েছে, দেশীয় বাজারের ক্রেতাদের কাছে সেগুলোকে আরো বিস্তৃত পরিসরে পৌঁছে দিতে হবে।

আজ ভার্চুয়াল প্ল্যাটফর্মে এসএমই ফাউন্ডেশন এবং অ্যাসোসিয়েশন অভ্ ফ্যাশন ডিজাইনার্স অভ্ বাংলাদেশ (এএফডিবি) আয়োজিত হেরিটেজ হ্যান্ডলুম ফেস্টিভ্যাল ২০২০’র সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় শিল্প মন্ত্রী এ আহ্বান জানান।

শিল্পমন্ত্রী বলেন, ঐতিহ্যগতভাবে শিল্প মন্ত্রণালয় দেশের বৈচিত্র্যময় বস্ত্র ও কারুশিল্প পণ্য উন্নয়নে কাজ করছে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের হাতে গড়া প্রতিষ্ঠান শিল্প মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প কর্পোরেশন (বিসিক) এ সকল পণ্য সংরক্ষণ ও উন্নয়নে কাজ করছে। পটুয়া কামরুল হাসান, শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিনের মত প্রথিতযশা শিল্পীগণ বিসিকের মাধ্যমে নকশা তৈরি ও উন্নয়নে কাজ করেন।

তিনি বলেন, জনগণের ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধির সঙ্গে রুচিশীল ও উন্নত মানসমপন্ন পণ্যের চাহিদা শহরের পাশাপাশি গ্রামাঞ্চলেও বেড়েছে। তিনি বৈচিত্র্যময় দেশীয় তাঁত ও বস্ত্রের বাজার সম্প্রসারণে আন্তর্জাতিক বাজারের পাশাপাশি দেশীয় বাজারের প্রতি আরো মনোযোগী হবার জন্য উদ্যোক্তাদের পরামর্শ দেন।

শিল্পমন্ত্রী দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা সম্ভাবনাময় বিভিন্ন দেশীয় তাঁত ও বস্ত্র পণ্যের মান উন্নয়নে সেখানে আধুনিক প্রযুক্তি সুবিধা পৌঁছে দিতে এএফডিবি’র পক্ষ হতে উদ্যোগ নেবার আহ্বান জানান। তিনি কোভিড-১৯’র প্রাদুর্ভাবকালে দেশি তাঁতিদের উৎপাদিত পণ্য অ্যাসোসিয়েশন অভ্ ফ্যাশন ডিজাইনার্স অভ্ বাংলাদেশের ওয়েবভিত্তিক প্ল্যাটফর্ম ‘দেশি ভালোবাসি’র মাধ্যমে ক্রেতাদের নিকট পৌঁছে দেবার উদ্যোগ গ্রহণ করায় তাদেরকে ধন্যবাদ জানান।

উল্লেখ্য, করোনার বিস্তার রোধে এবার ভিন্ন আঙ্গিকে অনলাইন প্ল্যাটফর্মে ‘আমার পণ্য আমার দেশ, ডিজিটাল বাংলাদেশ’ স্লোগানে হেরিটেজ হ্যান্ডলুম ফেস্টিভ্যাল অনুষ্ঠিত হচ্ছে। ২৮ নভেম্বর পর্যন্ত প্রতিদিন ২৪ ঘণ্টা মেলার অনলাইন পেজ (<https://www.facebook.com/heritagehandloombangladesh>)

দর্শনার্থীদের জন্য খোলা থাকবে। মেলায় বয়নশিল্প প্রদর্শন, লাইভ ফ্যাশন শো’র পাশাপাশি ৭০টিরও বেশি অনলাইন স্টলে ক্রেতা ও দর্শনার্থীদের জন্য প্রদর্শন করা হবে শাড়ী-লুঙ্গি-গামছা, খাদি, নকশিকাঁথা, বেনারসি শাড়ী, টাঙ্গাইল শাড়ী, জামদানি শাড়ী, মনিপুরী কাপড়, রাঙ্গামাটির চাকমাসহ অন্যান্য ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর কাপড় ও হস্তশিল্পসহ ১৪ ক্যাটগরির পণ্য। বিভিন্ন অ্যাসোসিয়েশন, ডিজাইনার, শিল্পী, তাঁতীসহ ঐতিহ্যবাহী পণ্যের উদ্যোক্তাগণ এ মেলায় অংশগ্রহণ করবেন।

এসএমই ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান **ড. মো. মাসুদুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন সংস্কৃতি বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী কে এম খালিদ, বস্ত্র ও পাট সচিব**লোকমান হোসেন মিয়া।

#

মাসুম বিল্লাহ/অনসূয়া/জসীম/কুতুব/২০২০/১৫৫৫ ঘণ্টা

Z\_¨weeiYx b¤^i : ৪১২২

**মুক্তিযোদ্ধাদের নামের পূর্বে 'বীর' লেখার বিধান করে গেজেট প্রকাশ**

XvKv, 1৩ KvwZ©K (2৯ A‡±vei):

সকল ক্ষেত্রে বীর মুক্তিযোদ্ধাদের নামের পূর্বে 'বীর' শব্দ ব্যবহারের বিধান করে গেজেট প্রকাশ করেছে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়।

মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উপসচিব মোঃ মতিয়ার রহমান  স্বাক্ষরিত গেজেটে বলা হয়েছে,  বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট আইন, ২০১৮ এর  ধারা ২ (১১)  এ  মুক্তিযোদ্ধাগণকে ‘বীর মুক্তিযোদ্ধা’ হিসেবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে। উল্লিখিত আইনের সাথে সংগতি রেখে এবং একাদশ জাতীয় সংসদের মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়  সম্পর্কিত  স্থায়ী কমিটির  ১৩ তম বৈঠকের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সকল ক্ষেত্রে বীর মুক্তিযোদ্ধাদের নামের পূর্বে 'বীর'  শব্দটি ব্যবহার করতে হবে।

এই আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে বলে গেজেটে উল্লেখ করা হয়েছে।

#

মারুফ/অনসূয়া/পরীক্ষিৎ/কামাল/জসীম/মাসুম/২০২০/১৫০০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪১২১

**পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী (সাঃ) উপলক্ষ্যে** **প্রধানমন্ত্রীর বাণী**

ঢাকা, ১৩ কার্তিক (২৯ অক্টোবর):

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী (সাঃ) উপলক্ষ্যে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন :

“বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর আগমন ও ওফাতের পবিত্র স্মৃতি বিজড়িত ১২ রবিউল আউয়াল উপলক্ষ্যে আমি বিশ্বের মুসলিম উম্মাহ্ ও দেশবাসীকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও মোবারকবাদ জানাচ্ছি।

মহান আল্লাহ আমাদের প্রিয়নবী (সা.) কে এ পৃথিবীতে প্রেরণ করেছেন, ‘রাহমাতুল্লিল আ’লামিন’ তথা সারা জাহানের জন্য রহমত হিসেবে। পাপাচার, অত্যাচার, মিথ্যা, কুসংস্কার ও সংঘাত জর্জরিত পৃথিবীতে তিনি মানবতার মুক্তিদাতা ও ত্রাণকর্তা হিসেবে আবির্ভূত হয়েছিলেন। অন্ধকার যুগের অবসান ঘটিয়ে সত্যের আলো জ্বালিয়েছেন। তিনি বিশ্ব ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠা, ন্যায় ও সমতাভিত্তিক সমাজ গঠন এবং মানব কল্যাণে নিজেকে নিয়োজিত করে বিশ্বে শান্তির সুবাতাস বইয়ে দিয়েছিলেন।

আমার দৃঢ় বিশ্বাস, মহানবী (সা.)-এর সুমহান আদর্শ অনুসরণের মধ্যেই মুসলমানদের অফুরন্ত কল্যাণ, সফলতা ও শান্তি নিহিত রয়েছে। করোনা মহামারিসহ আজকের দ্বন্ধ-সংঘাতময় বিশ্বে প্রিয়নবী (সা.)-এর অনুপম শিক্ষার অনুসরণ ও ইবাদতের মাধ্যমেই বিশ্বের শান্তি, ন্যায় এবং কল্যাণ নিশ্চিত হতে পারে।

আমি এই পবিত্র দিনে দেশ, জাতি ও মুসলিম উম্মাহ্ তথা বিশ্ববাসীর শান্তি ও মঙ্গল কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।”

#

ইমরুল/অনসূয়া/কামাল/জসীম/শামীম/২০২০/১০.৫৪ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর: ৪১২০

**পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী (সাঃ) উপলক্ষ্যে রাষ্ট্রপতির বাণী**

ঢাকা, ১৩ কার্তিক (২৯ অক্টোবর) :

রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী (সাঃ) উপলক্ষ্যে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন :

“পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী (সাঃ) উপলক্ষ্যে আমি বিশ্ববাসীসহ মুসলিম উম্মাহ’কে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও মোবারকবাদ।

হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর জন্ম ও ওফাতের স্মৃতি বিজড়িত পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী (সাঃ) বিশ্ববাসী বিশেষত মুসলমানদের জন্য অত্যন্ত পবিত্র ও মহিমান্বিত দিন। মহান আল্লাহ তা’আলা হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-কে ‘রহমাতুল্লিল আলামীন’ তথা সমগ্র্র বিশ্বজগতের রহমত হিসেবে প্রেরণ করেন। দুনিয়ায় তাঁর আগমন ঘটেছিল ‘সিরাজুম মূনিরা’ তথা আলোকোজ্জ্বল প্রদীপরূপে। তৎকালীন আরব সমাজের অন্যায়, অবিচার, অসত্য ও অন্ধকারের বিপরীতে তিনি মানুষকে আলোর পথ দেখান এবং প্রতিষ্ঠা করেন সত্য, সুন্দর ও ন্যায়ভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থা। আল্লাহর প্রতি অতুলনীয় আনুগত্য, অগাধ প্রেম ও ভালোবাসা, অনুপম চারিত্রিক গুণাবলী, অপরিমেয় দয়া ও মহৎ গুণের জন্য তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব হিসেবে অভিষিক্ত। এ জন্য পবিত্র কুরআনে তাঁর জীবনকে বলা হয়েছে ‘উসওয়াতুন হাসানাহ্’ অর্থাৎ সুন্দরতম আদর্শ।

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন সর্বশেষ মহাগ্রন্থ পবিত্র কোরআন মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর ওপর অবতীর্ণ করে জগতে তাওহীদ প্রতিষ্ঠার গুরুদায়িত্ব অর্পণ করেন। নানা প্রতিকূলতা সত্ত্বেও অসীম ধৈর্য, কঠোর পরিশ্রম, নিষ্ঠা ও সীমাহীন ত্যাগের মাধ্যমে তিনি শান্তির ধর্ম ইসলাম প্রতিষ্ঠা করেন এবং সারাবিশ্বে এ মহাগ্রন্থের মর্মার্থ ছড়িয়ে দেন। তিনি সাম্য ও ন্যায়ভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি নারীর মর্যাদা ও অধিকার, শ্রমের মর্যাদা, মনিবের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে স্পষ্ট ভাষায় দিকনির্দেশনা দিয়েছেন। বিদায় হজের ভাষণ মানবজাতির জন্য চিরকালীন দিশারি হয়ে থাকবে।

বিশ্বের ইতিহাসে সর্বপ্রথম লিখিত সংবিধান ‘মদীনা সনদ’ ছিল মহানবী (সাঃ) এর বিজ্ঞতা ও দূরদর্শিতার প্রকৃষ্ট দলিল। এ দলিলে জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সর্বস্তরের জনগণের ন্যায্য অধিকার ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠার সার্বজনীন ঘোষণা রয়েছে। ধর্মীয় ও পার্থিব জীবনে তাঁর শিক্ষা সমগ্র মানব জাতির জন্য অনুসরণীয়। মহানবী (সাঃ)-এর জীবনাদর্শ আমাদের সকলের জীবনকে আলোকিত করুক, আমাদের চলার পথের পাথেয় হোক, মহান আল্লাহর কাছে এ প্রার্থনা করি। মহান আল্লাহ আমাদেরকে মহানবী (সাঃ)-এঁর সুমহান আদর্শ যথাযথভাবে অনুসরণের মাধ্যমে দেশ, জাতি ও মানবতার কল্যাণে কাজ করার তৌফিক দিন। আমীন।

জয় বাংলা।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।”

#

আজাদ/অনসূয়া/কামাল/জসীম/শামীম/২০২০/১০.৪৭ ঘণ্টা